তারিখ ... ২৯।২।৮৪ ...
পৃষ্ঠা ... ... ১ কলাম ২ ...

026

... বলেছে, এক্ষেত্রে পাঁচজন সাধারণ নাগরিকের সাক্ষ্য প্রণিধানযোগ্য। এরা ঘটনার সঠিক চিত্র দিয়েছেন। ট্রাকটি যখন আনুমানিক ১০০ হাত পেছনে ছিল, তখন মিছিলকারীরা ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। ট্রাকটি তবুও না থেমে মিছিলের ১০/১২ হাতের মধ্যে চলে আসে এবং মিছিলের উপর উঠে পড়ে। এব্যাপারে উক্ত ট্রাকের পুলিশ বাহিনীর কমান্ডার পেট্রল ইন্সপেক্টর খন্দকার মাসুদ কমিশনে বলেছেন, ড্রাইভারকে ট্রাক থামানোর নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। কিন্তু সে তাতে কর্ণপাত করেনি।

কমিশন কনস্টেবল-ড্রাইভার আবদুস সামাদকে দুর্বিনীত এবং বেপরোয়া স্বভাবের যুবক বলে বর্ণনা করেছে। সে কমিশনে সাক্ষ্য

ছা... ল পুলিশ ট্রাক: ...জন হতাহত

(স্টাফ রিপোর্টার)

গতকাল সন্ধ্যায় ফুলবাড়িয়া বাস টার্মিনালের দক্ষিণ পাশে পুলিশের একটি দ্রুতগামী লরী পেছন দিক থেকে ছাত্র মিছিলে ঢুকে পড়লে একাধিক ছাত্র নিহত এবং বেশ কয়েকজন আহত হন।

সরকারী প্রেসনোটে নিহতের সংখ্যা দুই বলে জানানো হয়। এ ঘটনায় পুলিশের একজন ড্রাইভারও আহত হয়েছে।

গতরাতে এক সরকারী প্রেস নোটে এটিকে একটি দুর্ঘটনা বলে উল্লেখ করে আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করা হয়। প্রেসনোটে বলা হয় যে নিয়মিত টহল দানকারী পুলিশের একটি লরী মিছিলটির কাছে এসে পড়লে লাঠিসোটা সজ্জিত মিছিলকারীরা লরীটির ওপর হামলা চালায়। এতে লরীচালক গুরুতর আহত হয়ে গাড়িটির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললে এই দুর্ঘটনা ঘটে। এতে দুজন মিছিলকারী নিহত এবং দুজন পুলিশ গুরুতর আহত হন।

এব্যাপারে রমনা থানায় মোটর দুর্ঘটনার একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের এক বিবৃতিতে এ ঘটনাকে 'বর্বরোচিত' বলে উল্লেখ করে দাবী করা হয় যে পুলিশের তিনটি ট্রাকের চাকার তলায় বেশ কজন তরুণ ছাত্র নিহত হয়েছে।

পনের ও সাত দল আহূত পয়লা মার্চের হরতালের সমর্থনে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গতকাল বিকেলে মধুর ক্যান্টিনে জমায়েতের পর মিছিলটি বের করে। প্রায় পাঁচ ছয় শ' ছাত্রের মিছিলটি কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে এবং চাঁনখার পুল হয়ে ফুলবাড়িয়া বাস টার্মিনালের কাছে পৌঁছালে হঠাৎ পেছন দিক থেকে দ্রুতবেগে পুলিশের একটি লরী মিছিলের মধ্যে ঢুকে যায় বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে মিছিলটি ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় এবং মিছিলকারীরা এলোপাথাড়ি ছুটাছুটি শুরু করে। তখন সন্ধ্যা পৌণে ছটা।

একজন প্রত্যক্ষদর্শী জানান, লরীটি কিছুদূর গিয়ে থেমে পড়ে। তখন রাস্তার ওপর চারজন

(শেষ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

সরকারের দুঃখ প্রকাশ: প্রেসনোট

মঙ্গলবার বিকেলে ঢাকার ফুলবাড়িয়া পুরাতন রেল ক্রসিং-এর কাছে সংঘটিত ঘটনা সম্পর্কে সরকারের প্রদত্ত প্রেসনোটটি নিম্নরূপঃ

লাঠি ও মারাত্মক অস্ত্রসজ্জিত একদল লোক মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে এক মিছিল বের করে চাঁনখার পুল থেকে ফুলবাড়িয়া পুরাতন রেলস্টেশনের দিকে যাচ্ছিল। ভ্রাম্যমাণ পুলিশ দল ফুলবাড়িয়া পুরাতন রেলওয়ে লেভেল ক্রসিং-এ মিছিলটির সম্মুখীন হয়। মিছিলকারীরা এই পুলিশ দলের উপর হামলা চালায় এবং প্রচন্ড ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। এর ফলে পুলিশ ট্রাকের ড্রাইভার আহত হয় এবং গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে।

দুর্ভাগ্যক্রমে তিন ব্যক্তি ট্রাকের তলে চাপা পড়ে। এদের মধ্যে দুজন হাসপাতালে নেওয়ার পথে মারা যায়। আহত অপর ব্যক্তি এবং পুলিশ ট্রাকের আহত চালককে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

সরকার নিতান্তই দুর্ঘটনাজনক এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনায় গভীর দুঃখ প্রকাশ করছেন এবং নিহতদের পরিবার পরিজনের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছেন। এব্যাপারে রমনা থানায় একটি মোটর দুর্ঘটনা মামলা দায়ের করা হয়েছে: খবর বাসস।

কয়েকজন হতাহত

(১ম পৃঃ পর)

তরুণকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। থেমে পড়া লরীটি থেকে বেশ কজন পুলিশ লাফিয়ে নেমে এবং রাস্তায় পড়ে থাকা তরুণদের দ্রুত গাড়িতে উঠিয়ে নেয়। এ সময় বিক্ষিপ্তভাবে ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষ ঘটতে দেখা যায়। পুলিশের লাঠিচার্জের মুখে অল্পক্ষণের মধ্যেই ছাত্ররা স্থান ত্যাগ করে।

প্রত্যক্ষদর্শীর আরো বিবরণঃ ঘটনার পর পরই রাস্তার রক্ত পরিষ্কার করে ফেলা হয়।

আমাদের মেডিক্যাল রিপোর্টার জানানঃ প্রায় ৫০ জনেরও বেশী ছাত্র এ ঘটনায় আহত হয়। চারজনকে হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হয়। ইউকসুর সহ-সভাপতি খন্দকার মোহাম্মদ ফারুক গতকালের ঘটনায় আহত হন।

এ ঘটনার খবর দ্রুত রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে এবং সংবাদপত্রের অফিসগুলোতে ঘনঘন সন্ত্রস্ত টেলিফোন আসতে থাকে।

বাংলা একাডেমীর বইমেলায় ছাত্ররা এ খবর দেয়ার পর বইমেলা বন্ধ হয়ে যায়।

গতরাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলে মিছিল, বোমাবাজি ও ছোটখাট সংঘর্ষ হবার খবর পাওয়া গেছে। অনেক ছাত্র হল ছেড়ে চলে গেছে।

গতকালের ঘটনা সম্পর্কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর শামসুল হকের প্রতিক্রিয়া জানতে চাওয়া হলে তিনি একে অকল্পনীয় ও অমানবিক বলে অভিহিত করেন।